দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা .. ৫ .. কলাম .. ১ ....

উপাচার্যের সন্ত্রাস সৃষ্টি

বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটুক এ বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাস কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এরকম ঘটনা বহুকাল থেকেই ঘটে চলেছে। সম্প্রতি ইসলামী ভার্সিটিতে গোলাগুলি হয়েছে। গোলাগুলি ও বোমা হামলায় প্রায় ৩০/৩৫ জন আহত হয়েছে। এদের অনেকেই ছাত্র। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই সন্ত্রাসের হোতা বলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য সন্ত্রাসের উদ্যোক্তা হবেন, একথাও কি ভাবা যায়? কিন্তু পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী ঘটনা সেরকমই ঘটেছে। ভিসির ভাড়াটিয়া বাহিনীর গুলিতেই ছাত্ররা আহত হয়েছে। এই বাহিনী ছাত্র নয়।

ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হলেও রিপোর্টে প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ভিসি তার কার্যালয়ে প্রবেশ করার সময় গত রোববার ২০/২৫ জনের বহিরাগত সশস্ত্র গ্রুপ নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ছাত্র জনতা এক হয়ে বহিরাগতদের ধাওয়া করলে গোলাগুলি হয়। পরে ভিসি পদত্যাগ পত্র লিখে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন থেকেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। ব্যাপক দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎসহ কিছু গুরুতর অভিযোগে শিক্ষক-কর্মচারীসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ভিসির অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করলে গত ২৬ জুন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে।

এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রীর আহবানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। মন্ত্রী বলেন, সরকার ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ এড়িয়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইচ্ছুক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ছাত্র–শিক্ষকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করবে বলে মন্ত্রী জানান। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই অনভিপ্রেত। কোন উপাচার্য বা শিক্ষকের কাছে এরকম আচরণ আমরা আশা করি না। ঘটনা বাস্তবে কি ঘটেছে তা তদন্ত কমিটি উদঘাটন করবে। তারপরেও আমরা বলব শিক্ষাঙ্গনের দায়িত্বশীল পদ যারা অলংকৃত করে আছেন অথবা ছিলেন তারা যাতে এমন কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত না হন যা গোটা শিক্ষাঙ্গনের জন্যই কলংক বয়ে আনতে পারে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আমরা আশা করব।